পৌরাণিকী

শিবরাত্রি-ব্রতকথা।

(সাধারণ পূজাপদ্ধতি সহিত।)

শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্যাদন্য পূজকঃ।
সর্ব্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ।।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ কর্ত্তৃক
বিরচিত।

[illegible]লির প্রতাপশালী জমিদার পরম ভাগবত শ্রীল শ্রীযুক্ত
বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন মণ্ডল মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে
শ্রীকালীকমল ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, জয়ন্তী প্রেসে
কে, পি, চক্রবর্ত্তীর দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

ভূমিকা।

পুরাতন আর্য্যে ও আধুনিক আর্য্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর,—"ধর্ম্মশৈথিল্য"। পুরাতন আর্য্য ধর্ম্মসেবা করিতেন, তাই উন্নতি—তাই দেবত্ব। আধুনিক আর্য্য ধর্ম্মসেবা করেন না, তাই অবনতি—তাই পিশাচত্ব। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে যে সমাজের অধঃপতন হইয়াছে এ কথা নব্য পণ্ডিত-মণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। স্ত্রীশিক্ষারও বিস্তর আয়োজন হইয়াছে, ঔপন্যাসিকগণ গৃহলক্ষ্মীদিগকে, কেহ হাস্য, কেহ লাস্য কেহ কটাক্ষ, কেহ প্রণয় শিখাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না! হইবে কেন ? বিপথে যাইলে কে অভীষ্ট স্থানে পঁহুছিতে পারে ? পুরাণই ধর্ম্মের পথ; রমণীগণকে সেই ধর্ম্মপথ দেখাইয়া দাও; গৃহে গৃহে সাবিত্রী বিরাজ করিবেন। ধর্ম্মশব্দের অর্থ, কেবল ঈশ্বরচিন্তা নহে, সমুদায় কর্ত্তব্য পালন। পুরাণে একাধারে সকল ধর্ম্মের সমাবেশ আছে। এই পৌরাণিকী পুস্তিকা রমণীগণের নিমিত্ত বিরচিত হইল। মনিষী পুরাণকার কি কৌশলে রমণী-গণকে সুশিক্ষিতা করিতে চাহেন ইহা পাঠ মাত্রেই বিজ্ঞজন বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা পুরাণের মর্ম্ম বিগত নহেন তাঁহা-দের জন্যই এই ভূমিকা। বাওয়ালীর ও প্রতাপশালী জমিদার

বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন মণ্ডল মহোদয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বহন করিয়া যথার্থ ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, অতএব উপসংহারে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। ইতি—

৯৪ নং টালিগঞ্জ রোড,
কলিকাতা।
সন ১৩০৮ সাল ১০ই মাঘ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

পৌরাণিকী

শিবরাত্রি-ব্রতকথা।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

শ্রীশ্রীশিবায় নমঃ।

সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন গণেশ যাঁর নন্দন
অন্নপূর্ণা গৃহিণী যাঁহার।
গঙ্গা যাঁর জটাজালে শশিকলা শোভে ভালে
বন্দি সেই শিব সারাৎসার॥
আকাশাদি চরাচর যে দেবের রূপান্তর
আদি-মধ্য-অন্ত-হীন যিনি।
তাঁহার মাহাত্ম্য-কথা পুরাণ বর্ণিল যথা
প্রকাশিব সে পুণ্য কাহিনী॥

যাঁহার শ্রবণ-ফলে মহাপাপী ধরাতলে
অবহেলে মোক্ষপদ পায়।
অজ্ঞানে করিয়া ব্রত দুষ্ট ব্যাধ আদি কত
অনায়াসে শিবলোকে যায়॥

সূচনা।

পুণ্য ভূমি ভারতের, আছয়ে উত্তরভাগে
গিরিবর হিমালয় নাম।
যার পুণ্য পাদোদকে, ধৌত করিবারে পাপ
নীর গঙ্গা ঢালে অবিরাম॥
শিখরে শিখরে যার, দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ
মনোসুখে করে সদা বাস।
শঙ্খ পদ্ম আদি করি' কুবেরের নিধি যত
করে যার অন্ধকার নাশ॥
সন্তানক পারিজাত, মন্দার হরিচন্দন
সদা যাহে ঢালে পরিমল।
কল্পবৃক্ষ নিরন্তর, অভাব করিতে দূর
বরষিছে পুণ্যময় ফল॥
এ গিরির উচ্চ শৃঙ্গে বিরাজে শ্রীফল বন
হেমাসনে বসিয়া তথায়।

জীবের কল্যাণ তরে পার্ব্বতীরে পঞ্চানন
পঞ্চমুখে আগম শুনায় ॥
শঙ্করে কহেন দেবী কৃপা করি' কহ নাথ
কি করিলে তব তৃপ্তি হয়।
কোন্ ব্রত তপস্যায় হ'য়ে পরিতুষ্ট তুমি
চতুর্ব্বর্গ দাও দয়াময় ॥
শঙ্করীর বাণী শুনি' হাসিয়া শঙ্কর ক'ন
গূঢ় কথা শুন ভগবতি।
পুণ্য ফাল্গুনের মাসে যেই কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী
রাত্রি তার মম প্রিয় অতি ॥
মম প্রীতিকরী বলি' শিবরাত্রি নাম তার
উপবাস যে করে সে দিন।
শত-শত পাপ তার হয় দেবি, ভস্মীভূত
হই আমি তাহার অধীন ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আদি নানা উপচারে
পূজি' মোরে বৎসর ব্যাপিয়া।
যে পুণ্য হ'বে না লাভ পা'বে সেই পুণ্য সবে
শিবরাত্রি ব্রত আচরিয়া ॥
ব্রতের নিয়ম শুন হইবে সংযমী ব্রতী
ত্রয়োদশী দিনে স্নান করি'।
হবিষ্য বা নিরামিশ ভুঞ্জি' দেবি একবার
যাবে নিদ্রা মম নাম স্মরি' ॥

উঠি' পরদিন প্রাতে নিত্যকর্ম্ম সম্পাদিয়া
যত্নে বিল্বপত্র আহরিবে।
করিয়া সন্ধ্যা বন্দনা শুদ্ধ মনে মম ভক্ত
নিরাহারে দিবস যাপিবে॥
যামিনীর আগমনে বিল্বপত্রে লিঙ্গপীঠ
যত্নে দেবি করিবে মার্জ্জন।
সর্ব্ব পুষ্পময় পত্র মম প্রীতিকর অতি
করে মম আনন্দ বর্দ্ধন॥
প্রহরে প্রহরে স্নান করাইবে ব্রতী লিঙ্গ
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু দিয়া।
পঞ্চরাত্র বিধানেতে মূল মন্ত্র উচ্চারিয়া
যথাশক্তি সঙ্গীত করিয়া॥
পর দিন হে শঙ্করি মমভক্ত বিপ্রগণে
করাইয়া যতনে ভোজন।
করিয়া এ ব্রত ফলে গাণপত্য লোক লাভ
করিবেন আপনি পারণ॥
তপ জপ যজ্ঞ দান শত শত তীর্থ-স্নান
নহে শিব-ব্রতের সমান।
ব্রতের মাহাত্ম্য-কথা কহিতেছি বিস্তারিয়া
হে শঙ্করি কর অবধান॥

ব্যাধের উপাখ্যান।

পুণ্য কাশী করে যাহা জীবের নিস্তার।
ছিল তথা ব্যাধ এক অতি দুরাচার ॥
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ তার লোহিত নয়ন।
মস্তকে সুদীর্ঘ কেশ তাম্রের বরণ ॥
রুধিরে রঞ্জিত তার কদাকার বেশ।
প্রাণিহিংসা করে সদা নাহি দয়া-লেশ ॥
ধনুর্ব্বাণ পাশ লয়ে কাননে বেড়ায়।
সকলে শ্রীবিষ্ণু কহে দেখিলে তাহায় ॥
সে দুষ্টের গৃহ হায় শ্মশান সমান।
স্থানে স্থানে অস্থি কত পর্ব্বত-প্রমাণ ॥
বসা-মাংস-রক্ত-গন্ধে উঠয়ে ন্যাকার।
মরিয়াছে মহাপাপে যত পরিবার ॥
একা থাকে, পোষ্য মাত্র উদর কেবল।
না দেন অদৃষ্ট পরদিনের সম্বল ॥
দুরাত্মা যে জন তার মঙ্গল কোথায়।
কাতর সতত ব্যাধ অন্নের চিন্তায় ॥
প্রত্যহ সে দুষ্ট ব্যাধ করে মহাপাপ।
আত্মীয় বান্ধব কেহ না করে আলাপ ॥
জীব হ'য়ে যে অবোধ জীবে দেয় কষ্ট।
জন্মে ধিক্, তার ইহ পরকাল নষ্ট ॥

দয়ার সমান পুণ্য অন্য কিছু নয়।
দয়া যার, ধর্ম্ম তার, জানিও নিশ্চয়॥
হিংসায় নরের আত্মা হয় বিদূষিত।
হিংসা লয়ে যায় নরে নরকে নিশ্চিত॥
হিংসা আছে মূলে তাই আমিষ ভোজন।
যে করে তাহার হয় নরকে গমন॥
একদিন প্রাতে দুষ্ট ব্যাধ দুরাচার।
মৃগয়া করিতে যায় কানন মাঝার॥
পাইয়া দুষ্টের গন্ধ বন-পশুগণ।
আর্ত্তনাদ করি' বেগে করে পলায়ন॥
শকুনি গৃধিনী কাক উড়ে পালে পালে।
লুকায় বিহঙ্গ-শিশু পাতার আড়ালে॥
চকিতা হরিণী আহা! শাবকে লইয়া।
সঁপে সকাতরে তারে বাঘিনী দেখিয়া॥
বন্য কুক্কুরের কোলে শশক লুকায়।
কেশরী করীর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায়॥
পশে ভেক ভীত হ'য়ে সর্পের বিবরে।
মার্জ্জার মূষিকে ধরে বাঁচা'বার তরে॥
নিরখিয়া ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধ ভয়ঙ্কর।
অপরূপ অভিনয় করে বনচর॥
চারি দিকে আর্ত্তনাদ কাতর ক্রন্দন।
করে যেন বনদেবী আপনি রোদন॥

ব্যাধ দুরাচার বহু হত্যা করি' হায়।
অনাহারে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে নিদ্রা যায়॥
রাত্রি আগমন ব্যাধ জানিতে না পারে।
নিদ্রা ভঙ্গে দেখে বন মগ্ন অন্ধকারে॥
সিংহ ব্যাঘ্র আদি পশু গর্জ্জে চারিভিতে।
শুনিয়া আতঙ্কে দুষ্ট লাগিল কাঁপিতে॥
প্রাণ রক্ষা তরে ব্যাধ ব্যাকুল হইয়া।
পায় বিল্ব বৃক্ষ এক হস্ত বুলাইয়া॥
অতিকষ্টে ত্বরা তায় আরোহণ করে।
কণ্টকে বিন্ধিয়া রক্ত ঝরে কলেবরে॥
শীতে কাঁপে ব্যাধ বিল্ব-শাখে আরোহিয়া।
পড়ে শুষ্ক পত্র সেই বৃক্ষটী নড়িয়া॥
সেই দিন ভাগ্যক্রমে শুন ভগবতি।
ছিল শিবরাত্রি প্রিয়ে মম প্রিয় অতি॥
অদ্ভুত ঘটন শুন, তার ভাগ্যফলে।
ছিল শিব-লিঙ্গ এক সে বৃক্ষের তলে॥
একে শিবরাত্রি, ব্যাধ আছে অনাহার।
পড়ে বিল্বপত্র, তৃপ্তি কি কব আমার॥
প্রসন্ন হইয়া তারে অর্পিলাম বর।
প্রভাতে নামিয়া ব্যাধ চলে নিজ ঘর॥
কিছুকাল পরে তার ফুরাল জীবন।
নিগড়ে বান্ধিল ক্রূর যমদূতগণ॥

পাপীর দুর্গতি দুর্গে, জান ত সকল।
স্মর শিবে, একবার নরক অনল॥
চৌরাশি নরককুণ্ড আছে ভয়ানক।
তায় পায় কষ্ট যার যেমন পাতক॥
কৃতান্ত কিঙ্করগণ বড়ই নিষ্ঠুর।
পাপীর পীড়নে পায় আনন্দ প্রচুর॥
গুরু নিন্দা করে সতি, যেই দুরাচার।
সবলে টানিয়া ছিঁড়ে রসনা তাহার॥
যে করে গো ভগবতি, কুদৃশ্য দর্শন।
তপ্ত শলাকায় বিন্ধে তাহার নয়ন॥
খলের মন্ত্রণা দেবি যেই জন শুনে।
পোড়ায় শ্রবণ তার জ্বলন্ত আগুনে॥
একাকী যে দুষ্ট করে মিষ্টান্ন আহার।
দেয় বিষ্ঠা-পিণ্ড গুঁজি' বদনে তাহার॥
করে মল মূত্র ত্যাগ অদাতার করে।
ভাজে তপ্ত তৈলে যেই পরধন হরে॥
এ হেন যন্ত্রণা দেয় কৃতান্তের দূত।
তবু লোকে করে পাপ এ বড় অদ্ভুত॥
সহজে হইতে পারে পুণ্যের সঞ্চয়।
তবু লয় মূঢ় লোক পাপের আশ্রয়॥
আসন্ন মরণ যার, বৈদ্যের বচন।
অগ্রাহ্য করিয়া করে কুপথ্য সেবন॥

হেঁট মুণ্ডে লয়ে ব্যাধে রজ্জু বাঁধি' পায়।
বেগে যমদূতগণ যমলোকে যায়॥
ভয়ে যন্ত্রণায় ব্যাধ করিছে চীৎকার।
পশিল সে আর্ত্তনাদ শ্রবণে আমার॥
ডাকিয়া ভৈরবগণে কহিনু তখনি।
যাও ত্বরা মম ভক্তে উদ্ধার এখনি॥
কৃতান্ত-কিঙ্করকুল করিছে দুর্গতি।
বড় পুণ্যবান্ ব্যাধ মম ভক্ত অতি॥
শিবদূত দল শিবে লয়ে দিব্য রথ।
যত যম কিঙ্করের আগুলিল পথ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় অতঃপর।
রণে ভঙ্গ দিল প্রিয়ে যম-অনুচর॥
পুণ্যবান ব্যাধে লয়ে শিব-দূতগণ।
কৈলাসেতে মম পাশে করে আগমন॥
যম-অনুচরগণ ধাবি' ঊর্দ্ধশ্বাসে।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে কৃতান্ত সকাশে॥
কিঙ্করগণের পানে দেখ ধর্ম্মরাজ।
করিয়াছে শিবদূত কি দুর্গতি আজ॥
পাপীরে বান্ধিয়া আনি আদেশে তোমার।
ভৈরব নিকর তার করিল উদ্ধার॥
সুরক্ষিত ধর্ম্ম দেব, তোমার প্রতাপে।
এরূপ হইলে আর কে ডরিবে পাপে॥

সুবিচার কর তাই নাম ধর্ম্মরাজ।
সে বিমল যশে তব কি কলঙ্ক আজ॥
পাপের উচিত দণ্ড যদি নাহি চাও।
চৌরাশি নরক প্রভো বুজাইয়া দাও॥
শত শত মহাপাপী নরকে পচিছে।
আজ্ঞা কর দিই ছেড়ে, কেন দণ্ড মিছে॥
পাপের প্রশ্রয় যদি দেন আশুতোষ।
কেন কষ্ট পাবে তারা করেছে কি দোষ॥
কিঙ্করের মুখে শুনি' এ হেন বচন।
কৈলাসেতে ধর্ম্মরাজ করে আগমন॥
দাঁড়াইয়া দ্বারে মম যম দণ্ডধর।
এইরূপে করে স্তব যুড়ি' দুই কর॥

জয় জয় শঙ্কর উমাপতি ঈশ্বর
স্মরহর হর হে।
জয় বৃষবাহন শশিকলা-লাঞ্ছন
পাবক-নয়ন হে॥
জয় দিগম্বর শিব গঙ্গাধর
শ্বেত-কলেবর হে।
জয় বিশ্বপালক বিশ্ববিনাশক
শ্মশান-নাটক হে॥
জয় অস্থি-ভূষিত ভস্ম-বিলেপিত
পিশাচ-মণ্ডিত হে।

জয় পঞ্চানন ত্রিশূলধারণ
বিষাণবাদন হে॥
জয় জয় ত্র্যম্বক ভক্তবাঞ্ছাপূরক
ডম্বরুবাদক হে।
ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর প্রণত-দুর্গতি-হর
ভক্তে করুণা কর হে॥

দ্বারপাল বেশে নন্দী ছিলেন দুয়ারে।
মৃদু বাক্যে সম্ভাষিয়া জিজ্ঞাসেন তাঁরে॥
কি আছে বাসনা মনে কহ ধর্ম্মরাজ।
অসময়ে কৈলাসেতে আসিয়াছ আজ॥
কহ দেব, কহ তব রাজ্যের কুশল।
পাইছে ত যুক্ত দণ্ড পাতকী সকল॥
কহিলেন ধর্ম্মরাজ ত্যজি' দীর্ঘ শ্বাস।
শিবের বিচার দেখি' হয়েছি নিরাশ॥
কাশীতে আছিল ব্যাধ অতি দুরাচার।
তার সম মহাপাপী নাহি দেখি আর॥
করিয়াছে বাল্যাবধি যে পাপ সঞ্চয়।
অনন্ত নরক-ভোগে যাইবার নয়॥
তীর্থেতে করিলে পাপ নাহি ক্ষয় তার।
বারাণসী হয় শ্রেষ্ঠ তীর্থ সবাকার॥
না দিয়া উচিত দণ্ড হেন দুরাচারে।
আনিলেন পঞ্চানন কৈলাসে তাহারে॥

যাও নন্দী আশুতোষে কহ সমাচার।
প্রেতলোকে নাহি মম প্রয়োজন আর॥
যতেক পাপীর তবে মোচিয়া বন্ধন।
আনিব কি শিবলোকে জিজ্ঞাস এখন॥
হেসে কহে নন্দী, যম, বল কি বচন।
ব্যাধের সমান পুণ্য করে কোন্ জন॥
শিবরাত্রি দিনে যেই থাকে অনাহার।
নাহি অধিকার তায় অন্তক তোমার॥
হয়ে থাকে স্বর্গলাভ বটে তপস্যায়।
সকলের সাধ্য নহে বহুশ্রম তায়॥
নাহি বটে পুণ্যব্রত দানের সমান।
দরিদ্রের সাধ্য নহে, পারে ধনবান॥
সকল পাতক হরে তীর্থ পর্য্যটন।
বল ধর্ম্মরাজ তাহা পারে কয় জন॥
জন্মাবধি করিলেও পুণ্যের সঞ্চয়।
আছে পদে পদে পুনঃ পতনের ভয়॥
করেছেন বহু পুণ্য কুন্তীর নন্দন।
হইল সামান্য পাপে নরক দর্শন॥
নহুষ ভূপতি স্বর্গ লভি' পুণ্য ফলে।
হ'লে পুণ্যক্ষয় পুনঃ পড়ে ধরাতলে॥
পালে শিবরাত্রি যেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে।
সতত আনন্দ করে শিব-সন্নিধানে॥

আপনার রাজ্যে ফিরে যাও নরকেশ।
কি সাধ্য ব্যাধের পার স্পর্শিবারে কেশ ॥
শুনিয়া নন্দীর মুখে এ হেন বচন।
লজ্জিত হইয়া ফিরে চলেন শমন ॥
ব্রতের মাহাত্ম্য কত শুনিলে পার্ব্বতি।
অনায়াসে দুষ্ট ব্যাধ পায় দিব্যগতি ॥
ভক্তিভাবে শিবব্রত যেই জন করে।
পায় মোক্ষ জন্মে যদি চণ্ডালের ঘরে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি ম্লেচ্ছ দুরাচার।
সকলের শিবব্রতে সম অধিকার ॥
শঙ্করের মুখে দুর্গা শুনিয়া এতেক।
করিলেন এ ব্রতের প্রশংসা অনেক ॥
সখীগণ কাছে ব্রতমাহাত্ম্য বাখানি'।
করিলেন শিবরাত্রি আপনি ঈশানী ॥
অতঃপর করে যত ভূপতি ধরার।
এইরূপে হয় ব্রত ক্রমশঃ প্রচার ॥
যোগেন্দ্র কাব্য-বিনোদ করিল রচন ॥
শিবরাত্রি কর যদি এড়াবে শমন ॥

শিব সদানন্দ কাছে কে আর দেবতা আছে
সামান্য পূজায় যাঁর সন্তোষ সদাই।
বেদে ঋষিগণ রটে নানা যজ্ঞ আছে বটে
অশ্বমেধ তুল্য আঁর অন্য যজ্ঞ নাই ॥

আছে নানা তীর্থস্থান পাপী পায় পরিত্রাণ
গঙ্গার সমান কেবা আছে মোক্ষদাত্রী।
আছে ব্রত বহুতর অশেষ পাতকহর
সকলের শ্রেষ্ঠব্রত হয় শিবরাত্রি ॥

গুণনিধির উপাখ্যান।

কাম্পিল্য নগরে বিপ্র ছিলেন প্রবীণ।
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পরম কুলীন ॥
পিতৃগণ যজ্ঞে সদা ছিলেন দীক্ষিত।
সে বংশ দীক্ষিত নামে তেঁই পরিচিত ॥
সর্ব্বত্র পূজিত হ'ন যে জন বিদ্বান্।
ভূপতি-সভায় দ্বিজ পান বহুমান ॥
বিদ্যায় যেমন বিপ্র বিভবে তেমতি।
ছিল তাঁর গৃহে বাঁধা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
অর্দ্ধেক বয়সে তাঁরে পুত্র দিল বিধি।
ব্রাহ্মণ তাহার নাম রাখে গুণনিধি ॥
নানা শাস্ত্র পিতা পুত্রে যতনে পড়ায়।
ক্রমে পড়ে গুণনিধি যৌবন সীমায় ॥
পাইয়া সম্মান ঘর ষোড়শ বৎসরে।
পুত্রের বিবাহ বিপ্র দিল সমাদরে ॥

মা বাপের একমাত্র তনয় বলিয়া।
গুণনিধি হয় নষ্ট আদর পাইয়া॥
ছিলেন দীক্ষিত দ্বিজ বড় সাবধান।
সততই নন্দনের নিতেন সন্ধান॥
জননীর দোষে হয় অহিত ঘটন।
পুত্রের কুকার্য্য মাতা করেন গোপন॥
কুসংসর্গে গুণনিধি সতত বেড়ায়।
করে জুয়া খেলা সদা বিভোর নেশায়॥
নিত অর্থ জননীরে প্রহার করিয়া।
করে কুআমোদ গৃহ সামগ্রী বেচিয়া॥
ব্রাহ্মণ পুত্রের কথা জিজ্ঞাসে যখনি।
মিথ্যা কহি, তুষ্ট তাঁয় করিত ব্রাহ্মণী॥
এতক্ষণ গুণনিধি গৃহেতেই ছিল।
করিল অর্চ্চনা, পাঠ যতনে পড়িল॥
এসেছিল সমপাঠী দুই তিন জন।
তাহাদের সঙ্গে বুঝি করিল গমন॥
এরূপে গৃহিণী তাঁরে লাগিল বঞ্চিতে।
পুত্রের চরিত বিপ্র না পারে জানিতে॥
স্নেহময়ী জননীর ভালবাসা তরে।
ইহ পরকাল নষ্ট গুণনিধি করে॥
কুসন্তানে স্থান দান যে করে জঠরে।
জন্মিয়া সে পুত্রবতী কেন নাহি মরে॥

কুপুত্র কেবল নাহি করে কুলক্ষয়।
তার তরে পিতৃগণ নরকস্থ হয়॥
সুবংশের পুত্র যদি শিখে কদাচার।
লক্ষ জননীর দোষ, সহস্র পিতার॥
যেরূপ শিখাবে বাল্যে হইবে তেমন॥
অতএব পুত্রে সদা করিবে শাসন॥
অভ্যাসে অনিষ্ট কিংবা ইষ্টের উদয়।
কুঅভ্যাসে দুষ্ট, সুঅভ্যাসে শিষ্ট হয়॥
হতভাগ্য গুণনিধি দোষে জননীর।
করে চুরি হায়! ঘরে জন্মিয়া ধনীর॥

ছল ছল দুনয়ন জননী পুত্রেরে ক'ন
শুন শুন বৎস গুণনিধি।
কত পুণ্য করেছিলে এ বংশে তাহে জন্মিলে
কি ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন বিধি॥
নিন্দা তোর শুনে কানে শেল বিন্ধে মা'র প্রাণে
ইচ্ছা হয় এখনি মরিতে।
জননীর বাক্য রাখ শান্ত হ'য়ে গৃহে থাক
কুসংসর্গে যেওনা মিশিতে॥
বাল্যকাল আর নাই শত্রু-মুখে দিয়া ছাই
তুমি বাছা পড়েছ ঊনিশে।
ষোড়শী বধূরে ফেলে তুমি রে অবোধ ছেলে
রাত্রি যাপ বাহিরেতে কিসে॥

জনক তোমার হায় যদি কিছু টের পায়
কত তোমা করিবে তাড়ন।
তোমার কুকর্ম্ম জানি লোকে করে কানাকানি
কত দিন রাখিব গোপন॥
শ্বশুর তোমার যিনি সর্ব্বত্র পূজিত তিনি
কি বলিবে এ সব শুনিলে।
বিদ্বান মাতুলগণে ভয় কি কর না মনে
কি কহিবে এরূপ দেখিলে॥
তুমি কর মন্দ কাজ জনকের কত লাজ
বৃত্তিলোপ করিবেন রাজা।
কহি তোরে বার বার কুকর্ম্ম কর না আর
প্যাবে ইহ পরকালে শ্যাজা॥
করেছিনু কত পাপ ছিল বুঝি ব্রহ্মশাপ
হেন পুত্র জন্মিল জঠরে।
শুনিয়া বচন মা'র গুণনিধি কুলাঙ্গার
গৃহ ছাড়ি' যায় ক্রোধ ভরে॥
কি হইবে ব্যসনীরে উপদেশ দিলে।
সলিল সেচন বৃথা মূল শুকাইলে॥
দুষ্ট গুণনিধি পেয়ে জননীর তাড়া।
আসে ঘরে এবে দুই তিন দিন ছাড়া॥
লয়ে যায় ঘটী বাটী বস্ত্র অলঙ্কার।
ফুরাইলে আসে চুরি করিতে আবার॥

একদিন গুণনিধি গৃহেতে আসিয়া।
দেখে নিদ্রা যান মাতা পালঙ্কে শুইয়া॥
ব্রাহ্মণের অঙ্গুরীয় ছিল তাঁর করে।
খুলে লয়ে দুরাচার চুপি চুপি সরে॥
অবশ্য ফলিবে ফল করিলে কুকর্ম্ম।
গোপনে করিল যাহা প্রকাশিল ধর্ম্ম॥
রাজবাটী হ'তে বিপ্র আসিছেন ঘরে।
দেখিলেন অঙ্গুরীয় দ্যূতকার করে॥
বিস্ময়ে ব্রাহ্মণ এবে জিজ্ঞাসে তাহায়।
বল বাপু এ মুদ্রিকা পাইলে কোথায়॥
কিছু না বলিব যদি কহ সত্য কথা।
কোটালের করে তোমা অর্পিব অন্যথা॥
কহে দ্যূতকার—চোর নহি মহাশয়।
দিয়াছে এ অঙ্গুরীয় তোমার তনয়॥
দ্যূতক্রীড়া করি মোরা একত্র মিলিয়া।
কলা পট্টবস্ত্র মম নিয়াছে জিনিয়া॥
কত দ্রব্য দিন দিন হারে গুণনিধি।
ভাগ্যে ছিল মোর তাই দিয়াছেন বিধি॥
শুনিয়া এ বাক্য দ্বিজ ক্রোধে হুতাশন।
লাজে বস্ত্র দিয়া শিরে করেন গমন॥
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম ঝরে গৃহেতে পশিয়া।
দীক্ষিত ব্রাহ্মণ কহে পত্নীরে ডাকিয়া॥

কোথা গেলে ও গৃহিণি শুন তোমা কই।
তোমার সে গুণবান্ গুণনিধি কই॥
থাক্ সে, এখন নাহি প্রয়োজন তায়।
নবরত্নময়ী সেই মুদ্রিকা কোথায়॥
অঙ্গমর্দ্দনের কালে করেছ গ্রহণ।
ত্বরা করি' কর মোরে এখনি অর্পণ॥
ব্রাহ্মণী চকিতা হ'য়ে স্বামীর বচনে।
কহিলেন, কোথা আছে নাহি মম মনে॥
বেলা হইয়াছে আগে কর স্নানাহার।
খুঁজে দিব আয়োজন করিয়া পূজার॥
রাখিয়াছি কোন্ পাত্রে না আছে স্মরণ।
ব্রাহ্মণীর বাক্যে জ্বলে উঠেন ব্রাহ্মণ॥
কহিলেন ক্রোধে, তবে দাও দেখি আনি।
মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত সেই রম্য শাটীখানি॥
থাকিত লম্বিত যাহা বস্ত্রের ধানীতে।
পেয়েছিনু উপহার রাজার বাটীতে॥
হে সত্যবাদিনি! পুনঃ জিজ্ঞাসি তোমায়।
রতনমণ্ডিত সেই ভৃঙ্গার কোথায়?
গৌড়দেশজাত তাম্রকুণ্ড কি হইল।
রেশমের ত্রিপটীটি বল কে লইল॥
দক্ষিণদেশীয় সেই পাত্রটি কাঁসার।
গিয়াছে এখন বল গৃহ হতে কাহার॥

ভাবিয়াছ তুমি অতি চতুরা ঘরণী।
পেয়েছ নির্ব্বোধ মোরে মূর্খ শিরোমণি॥
কুপুত্রের প্রতি তব বড় ভালবাসা।
কহিয়াছ মিথ্যা, করি যখনি জিজ্ঞাসা॥
তব অঞ্চলের নিধি গিয়াছে পড়িতে।
বল দেখি ও ব্রাহ্মণি, কাহার বাড়ীতে॥
শাস্ত্রে কহে পুত্র করে নরক উদ্ধার।
মোর নরকের হেতু পুত্র কুলাঙ্গার॥
কি হইবে বৃথা আর স্ত্রীলোকে গঞ্জিয়া।
করিব সংসার পুনঃ বিবাহ করিয়া॥
সত্বর আনহ কুশ সত্য তোমা বলি।
হেন কুলাঙ্গার পুত্রে দিব তিলাঞ্জলি॥
এ ভিটায় অন্নজল না ছুঁইব আর।
যাবৎ না করি আমি বিবাহ আবার॥
এত কহি' সেই দিন দীক্ষিত ব্রাহ্মণ।
কোন শ্রোত্রীয়ের কন্যা করেন গ্রহণ॥

ব্রাহ্মণ বিবাহ করে ব্রাহ্মণীর শিরোপরে
অকস্মাৎ হয় বজ্রপাত।
নাহি করে স্নানাহার মুখে শুধু হাহাকার
ফুলে ফুলে কাঁদে দিনরাত॥
সপত্নীর হ'ব দাসী মরি গলে দিয়ে ফাঁসি
কুসন্তান কেন দিলে বিধি।

বিবাহ করিল বাপ জননীর মনস্তাপি
দেখে লজ্জা পায় গুণনিধি ॥
এতকালে বুঝে আজ করিয়াছে কি কুকাজ
বুঝে কুসঙ্গের পরিণাম।
অনুতাপে ফাটে বুক কেমনে দেখাবে মুখ
একদিকে যায় ত্যজি' ধাম ॥
মধ্যাহ্ন কাটিয়া যায় এক মুঠা অন্ন হায়
উদরেতে না পড়িল তার।
কে এমন বন্ধু আছে যাইবে কাহার কাছে
দুই চক্ষে বহে শতধার ॥
ব'সে এক বৃক্ষতলে গুণনিধি কেঁদে বলে
জননি গো রহিলে কোথায়।
ক্ষীর শর নবনীত গালে দিলে ফেলে দিত
সেই আজি আকুল ক্ষুধায় ॥
পাঠে করি' অবহেলা কুসঙ্গে করিনু খেলা
বিদ্যাবুদ্ধি অভাগার নাই।
পাইনু উচিত শিক্ষা জানিনা করিতে ভিক্ষা
কি করিব, কার কাছে যাই ॥
জন্মি' ব্রাহ্মণের ঘরে হায় রে কুবুদ্ধি তরে
করিয়াছি কত কদাচার।
পিতা মম ধনবান আমি অতি কুসন্তান
হইলাম ত্যজ্য পুত্র তাঁর ॥

পিতৃলোকে পা'বে জল হ'বে কুল সমুজ্জ্বল
তাই লোকে পুত্র বাঞ্ছা করে।
ধন, মান হ'ল নষ্ট পিতা মাতা পান কষ্ট
হায় এই কুলাঙ্গার তরে॥
হস্তগত ছিল রত্ন তাহে না করিনু যত্ন
স্বকরে খাইনু হলাহল।
বিধিরে কি দিব দোষ কা'রে বা করিব রোষ
ভুঞ্জে সবে স্বকর্ম্মের ফল॥
এইরূপে গুণনিধি করে হাহাকার।
ডুবিল তপন, ক্রমে হয় অন্ধকার॥
অনাহারে কান্দে যুবা বৃক্ষতলে বসি'।
ভাগ্যক্রমে সেই দিন শিবচতুর্দ্দশী॥
নানাবিধ পূজাদ্রব্য লয়ে ধীরে ধীরে।
চলিছেন ভক্ত এক শিবের মন্দিরে॥
পক্কান্নের গন্ধ পেয়ে উঠিয়া দাঁড়ায়।
ভাবে মনে বিধি বুঝি সদয় আমায়॥
ধ্যানেতে বসিবে সাধু নয়ন মুদিয়া।
লইয়া এ দ্রব্য আমি যাব পলাইয়া॥
জ্বলিছে জঠর মম আছি অনশন।
ছিল বুঝি পুণ্য কিছু, ঘটিল এমন॥
গুণনিধি এইরূপ চিন্তা করি' মনে।
পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁর চলিল গোপনে॥

পশিলেন শিবভক্ত মন্দির মাঝারে।
হাপ্রত্যাশ হ'য়ে যুবা বসিল দুয়ারে ॥
ছিলেন তথায় আরো ভক্ত কয়জন।
সকলে মিলিয়া করে শিবের অর্চ্চন ॥
প্রহরে প্রহরে লিঙ্গ করাইল স্নান।
বিধিমতে করে সবে মহেশের ধ্যান ॥
সঙ্গীত করিল পরে মিলি' ভক্ত চয়।
সবার নয়নে এবে তন্দ্রার উদয় ॥
দুয়ারে বসিয়া যুবা সকল শুনিয়া।
পশিল ভিতরে এবে সুযোগ বুঝিয়া ॥
আপনার বস্ত্র ছিঁড়ি, দেখিতে সকল।
করিল নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপ উজ্জ্বল ॥
পক্কান্ন লইয়া পরে পলাবে যেমন।
কোন শিবভক্ত-অঙ্গে লাগিল চরণ ॥
চোর চোর বলি' সবে পশ্চাতেতে ধায়।
এক মুষ্ঠি দিয়া মুখে যুবক পলায় ॥
হইয়াছে কালপূর্ণ কে রাখে তাহারে।
মরে যুবা কোটালের কঠিন প্রহারে ॥
কৃতান্ত-কিঙ্করকুল অতি ভয়ঙ্কর।
তখনি আসিয়া তায় বাঁধিল সত্বর ॥
সমুজ্জ্বল রথে থাকি' শিবদূতগণ।
কহে ডাকি', শিবভক্তে না কর বন্ধন ॥

যম অনুচর দল এ বাক্য শুনিয়া।
কহে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বিস্ময়ে মাতিয়া॥
হে দেবদেবের চর! কর অবধান।
অতি দুরাচার এই ব্রাহ্মণ-সন্তান॥
পবিত্র বিপ্রের কুলে লভিয়া জনম।
করিয়াছে নিরন্তর কুৎসিত করম॥
পিতা মাতা যার তরে সদা কষ্ট পায়।
তার সম মহাপাপী কে আছে ধরায়॥
পূজাদ্রব্য এ পাপীষ্ঠ করেছে হরণ।
শিবের নির্ম্মাল্য লয়ে করিল ভক্ষণ॥
জন্মাবধি যে পামর পুণ্য নাহি করে।
অন্যায় করুণা কেন তাহার উপরে॥
পাপ বিনা যেই জন অন্য নাহি জানে।
কোন্ পুণ্যফলে যাবে শিব-সন্নিধানে॥
মনুষ্য মানবলীলা সমাপ্ত করিয়া।
সব রেখে যায় মাত্র কর্ম্মফল নিয়া॥
প্রেতপুরে কর্ম্মফল ভুঞ্জি' এ দুর্ম্মতি।
নরকান্তে পাবে পুনঃ ঘোর অধোগতি॥
হেসে কয় শিবদূত শুনি এ বচন।
যা কহিলে সত্য বটে রে কিঙ্করগণ॥
কিন্তু এই ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ-তনয়।
কর্ম্মগুণে দিব্যগতি পাইবে নিশ্চয়॥

আজি শিবরাত্রি-তিথি, নাহি কি স্মরণ।
উপবাসী নহে কি এ ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
করে শিবস্তব যত ভক্তেরা মিলিয়া।
কহ, শুনিয়াছে কি না দুয়ারে বসিয়া॥
পড়ে ছিল দীপছায়া শিবের মাথায়।
বস্ত্র ছিঁড়ি' করে কি না নিবারণ তায়॥
শুনিয়া এ বাক্য যত কৃতান্ত-কিঙ্কর।
বিস্ময়ে হাসিয়া পুনঃ করিল উত্তর॥
বলিছ অন্যায়, মোরা কহিতে ডরাই।
মনে ধর্ম্মলেশ এই দুরাত্মার নাই॥
খাদ্যের অভাবে দুষ্ট ছিল অনশন।
দেখে শিবপূজা—স্বার্থ করিতে সাধন॥
দেখিতে না পায় কিছু গৃহ অন্ধকার।
তেঁই জ্বালে দীপ ছিঁড়ি' বস্ত্র আপনার॥
করে নাই এক পুণ্য কে আছে এমন।
সকলি ইহার পাপ, অপূর্ব্ব এ জন॥
কহে শিবদূত, যাও স্থানে আপনার।
শঙ্করভক্তের নিন্দা না করিও আর॥
শিবরাত্রি করে যেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে।
লভে সম ফল, যায় শিব-সন্নিধানে॥
যতেক শিবের দূত এতেক কহিয়া।
চলিল কৈলাসে রথে যুবকে লইয়া॥

গুণনিধি শিবপদ বন্দিয়া তথায়।
সর্ব্বপাপ-মুক্ত হ'য়ে দিব্য জন্ম পায়॥
অরিন্দম রাজা ছিল কলিঙ্গনগরে।
দম নামে গুণনিধি জন্মে তাঁর ঘরে॥
যতনে পালেন প্রজা দম পুণ্যবান্।
যতেক দেবতালয়ে করে দীপ দান॥
সকল সামন্তগণে আদেশেন রাজা।
শিবগৃহে দিবে দীপ নয় পাবে শাজা।
সেই পুণ্যফলে ভূপ দম মহামতি।
কুবের হইয়া জন্মে, অলকার পতি॥
এইরূপে গুণনিধি পাষণ্ড পামর।
শিবরাত্রি ফলে হয় শিব অনুচর॥
ব্রতের মাহাত্ম্য কথা কি বলিব আর।
পাইলেক দিব্যগতি পুণ্য নাহি যার॥
উপবাসে অপারগ হয় যেই জন।
লভে পুণ্যরাশি করি' মাহাত্ম্য শ্রবণ॥
শিবরাত্রি দিনে যেই করে উপবাস।
পায় মোক্ষ, হয় তার সর্ব্বপাপ নাশ॥
যোগেন্দ্র কাব্য-বিনোদ করিল রচন।
বল সবে ব্যোম্ ব্যোম্ পার্ব্বতীরমণ॥

ব্রতকথা সমাপ্ত।

শিবরাত্রি-পূজা-পদ্ধতি।

শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্যাদন্যপূজকঃ।
সর্ব্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্মুখঃ॥

শিবরাত্রি ব্রত, কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে, কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেরই করা কর্ত্তব্য। এরূপ সহজ সাধ্য ব্রত আর নাই। এই অনিত্য শরীরকে যৎকিঞ্চিৎ কষ্ট দিলে যদি পুরাণ বর্ণিত অক্ষয় পুণ্যলাভ করা যায় তাহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। ক্ষমতা সত্ত্বে শিবরাত্রি ব্রত না করিলে পাতকী হইতে হয়। এই ব্রতে আচাণ্ডাল সকলেরই সমান অধিকার। যে কোন জাতি হউক না কেন, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই নিজে নিজে পূজা করিবার অধিকার আছে। প্রতিমা করিলে ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা করাইতে হইবে, তাহার ক্রম স্বতন্ত্র। শিবরাত্রি ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণে অক্ষয় ফললাভ হইয়া থাকে। চারি প্রহরে চারিবার পূজা করিতে হয়; অসমর্থ পক্ষে চারি প্রহরের পূজা একবারেও করা যায়। পূর্ব্বে লিখিত শিবরাত্রি ব্রতকথা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ রাত্রি জাগরণ করিবেন। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা-পদ্ধতি প্রদত্ত হইল। প্রতিষ্ঠিত শিবের পূজা ঠিক্ পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার ন্যায়, কেবল আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই।

উত্তরাস্থ হইয়া শিবপূজা করিতে হয়। শঙ্খজলে, স্নাপন, অর্ঘ্যদান বা আরত্রিক করিতে নাই। হরায় মন্ত্রে এক তোলা বা দুই তোলা কেশ রহিত গঙ্গামৃত্তিকা লইয়া মহেশ্বরায় নমঃ মন্ত্রে শিব গড়িবে (ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্র আদিতে প্রণব ও বীজমন্ত্র হ্রৌং উচ্চারণ করিবেন ;) তিন ভাগ যেন সমান হয়। একটী বজ্র তাহার মস্তকে রাখিবে। বিল্বপত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া বিল্বপত্রের মধ্য দলের সোজা পৃষ্ঠে বসাইবে। পরে আসনে বসিয়া আচমন পূর্ব্বক (ব্রাহ্মণেরা) ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং ...ং শুভং। নারায়ণং সমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥ এবং স্ত্রী ও শূদ্রেরা, নমঃ অপবিত্র পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোপিবা। য়ঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ এই মন্ত্রে তিনবার নমোবিষ্ণু বলিয়া সঙ্কল্প করিবেন। ভূমিতে জানুদ্বয় পাতিয়া সোত্তরীয় ও উত্তরাস্থ হইয়া দুই অনামা অঙ্গুলিতে কুশাঙ্গুরীয় (সধবা হইলে দূর্ব্বার অঙ্গুরীয়) ধারণ করিয়া কুশিতে করিয়া তিল, জল, তুলসী, হরিতকী বা ত্রিপত্র লইয়া সঙ্কল্প করিবে; সঙ্কল্প না করিলে কর্ম্মের অর্দ্ধেক ফল নষ্ট হয়। বিষ্ণুর্ণমোঽদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী (এখানে নিজের নামোল্লেখ করিবে) শিবলোক গমনকামঃ (স্ত্রীলোকেরা অমুক গোত্রা শ্রী—নিজের নাম ও শিবলোক গমনাকামা বলিবেন) শিবপূজা জাগরণোপবাস কর্ম্মাহং করিষ্যে (প্রতিনিধি হইলে করিষ্যামি) বলিয়া ঈশান কোণে সেই কুশি উপুড় করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—নমো যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তৎসুপ্তস্য তথৈবেতি দূরম্॥ গমং জ্যোতিষাং জ্যোতি-রেকং। তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥

আপনার বামে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপরি গোলাকার ও চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া, এতে গন্ধ পুষ্পে আধার-শক্তয়ে নমঃ। এই ক্রমে কূর্ম্মায় নমঃ। অনন্তায় নমঃ। পৃথিব্যৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে কোশা কুশি মার্জ্জন করিয়া সেই মণ্ডলের উপর স্থাপন করিবে ও নমঃ মন্ত্রে কোশার তিন ভাগ জলে পূর্ণ করিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি হইতে মধ্যমা অঙ্গুলি সোজা রাখিয়া ও তর্জ্জনী আঁকুশীর ন্যায় বাঁকাইয়া কোশার জলে রাখিয়া, নমো গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ এই মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবে ও সেই জলে নমঃ মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। পরে বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকলের ফাঁকের মধ্যে বাম হস্তের অঙ্গুলি সকল প্রবেশ করাইয়া দিবে; পরে দক্ষিণ তর্জ্জনী বাম মধ্যমার সহিত এবং বাম তর্জ্জনী দক্ষিণ মধ্যমার সহিত এবং দক্ষিণ অনামা বাম কনিষ্ঠার সহিত ও বাম অনামা দক্ষিণ কনিষ্ঠার সহিত যোগ করিয়া নমঃ মন্ত্র আটবার জপ করিবে। পরে সেই জল আপনার গাত্রে ও পূজা দ্রব্যে কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ করিবে। তৎপরে এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। এইরূপ ব্রহ্মণে নমঃ। বাস্তুপুরুষায় নমঃ। মন্ত্রে পূজা করিবে। এতে গন্ধ পুষ্পে আধার শক্তি কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে আসন পূজা করিয়া তাহা ধরিয়া এই মন্ত্র পড়িবে --আসন মন্ত্রস্য মেরু পৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। নমো পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বং চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥ পরে বামে গুরুভ্যো নমঃ।

এই ক্রমে দক্ষিণে গণেশায়, ঊর্দ্ধে ব্রহ্মণে, অধঃ অনন্তায়, মধ্যে নারায়ণায় নমঃ বলিবে। পরে শ্বেত সর্ষপ বা আতপ চাউলের উপর সাত বার ফট্‌মন্ত্র জপ করিয়া, ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে নারাচ মুদ্রা দ্বারা (অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী একত্র করিয়া, নস্য ধরার ন্যায়) দশদিকে প্রক্ষেপ করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—নমো অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। পরে মাটিতে বাম গুল্ফ দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া মস্তকের উপর তিনবার করতাল দিয়া দশ দিকে দশবার তুড়ী দিবে। অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী ও মধ্যমার যোগে ঐং রং অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দুই হস্তে মর্দন করিয়া শিবায় নমঃ মন্ত্রে বামদিকে প্রক্ষেপ করিবে। পরে দুই নাসিকা টিপিয়া এই তিনটী মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে (১) নমো মূল শৃঙ্গাটাৎ শিবঃ সুষুম্না পথেন জীবশিবং পরম শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা (২) নমো যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা। (৩) নমো পরম শিবং সুষুম্না পথেন মূলশৃঙ্গাট মুল্ল সোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোহহং স্বাহা। পরে অঙ্গুলি ন্যাস করিবে যথা, আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বাম হস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে, ঐ রূপে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় হস্তের তর্জ্জনী প্রভৃতি যথাক্রমে ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অঃ অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গন্যাস করিবে যথা—আং হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া হৃদয়ে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা দ্বারা স্পর্শ করিবে। ঈং

শিরসে স্বাহা বলিয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। ঊং শিখায়ৈ বষট্ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা, ঐং কবচায় হুং বলিয়া দশ অঙ্গুলি দ্বারা দুই বাহু, ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বলিয়া অনামা মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা যথাক্রমে বাম, উর্দ্ধ ও দক্ষিণ চক্ষু স্পর্শ করিবে (নিজ চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে আর একটী চক্ষু কল্পনা করিতে হয়)। শেষে অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা দ্বারা বাম হস্ততলকে বেষ্টন করিয়া করতালি দিবে।

দুই হস্তকে, গাত্রস্পর্শ না করিয়া পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত সাতবার চালনা করিবে। পরে দশবার শিব গায়ত্রী জপ করিয়া মূল পূজা আরম্ভ করিবে। শিবগায়ত্রী যথা;—নমঃ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রথম প্রহরের পূজা :—ঈশানায় নমঃ মন্ত্রে শিবকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া হুং বজ্রায় ফট্ মন্ত্রে বজ্রটী ঈশান দিকে প্রক্ষেপ করিবে। পরে শূল পাণে সুপ্রতিষ্ঠিতোভব বলিয়া আতপ চাউল দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিবে। পরে ভগবন্ পিনাকধৃক্ ইহা গচ্ছ গচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ। ইহ সন্নিরুদ্ধাব। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। মম পূজাং গৃহাণ। এই সকল মন্ত্রে আবাহন করিয়া স্থাং স্থীং স্থিরোভব যাবৎ পূজাং করোম্যহং বলিবে। পরে এতে গন্ধপুষ্পে সূর্য্যায় নমঃ। ঐরূপ শিবাদি পঞ্চ দেবতাভ্যঃ। আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ। ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যঃ। সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যঃ দেবীভ্যঃ। গুরবে নমঃ মন্ত্রে পূজা করিয়া একটী পুষ্প লইয়া

কূর্ম্মমুদ্রা* করিয়া ধ্যান করিবে যথা :—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং। রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং॥ পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং। বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥ ধ্যানান্তে ফুলটী আপনার মস্তকে দিয়া নমঃ শিবায় মন্ত্রে মনে মনে পূজা করিবে। তৎপরে এতে গন্ধপুষ্পে পীঠ দেবতাভ্যো নমঃ মন্ত্রে পীঠ দেবতার পূজা করিবে ও পুনরায় ধ্যান করিবে। পরে এতৎ পাদ্যং নমঃ শিবায়। শিবরাত্রি ব্রতং দেব পূজা জপ পরায়ণঃ। [illegible]মি বিধিবৎভক্ত্যা গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর মন্ত্রে অর্ঘ্যটী দেবতার [illegible] দিবে। এতৎ আচমনীয়ং নমঃ শিবায় এই ক্রমে এতৎ স্নানীয়ং। এতৎ পুনরাচমনীয়ং। এষঃ গন্ধঃ (অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে)। এতৎ পুষ্পং। এতৎ বিল্বপত্রং। এতৎ তুলসীপত্রং। এতৎ বিজয়া পত্রং (সিদ্ধি) এষঃ ধূপঃ। এষঃ দীপঃ। (ধূপ বামে ও দীপ দক্ষিণে দিবে। এতন্নৈবেদ্যং। এতৎ পানার্থোদকং। এতৎ পুনরাচমনীয়ং। এতৎ তাম্বুলং। যথাক্রমে নিবেদন করিয়া দিয়া নমঃ শিবায় মন্ত্রে তিন বা পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

অষ্টমূর্ত্তি পূজা :—(১) এতে গন্ধপুষ্পে সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। (২) ঐরূপ ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ। (৩) রুদ্রায় অগ্নি

---

* কূর্ম্মমুদ্রা—বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও দক্ষিণ তর্জ্জনীতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ যোগ কর। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রাখ। বাম হস্তের অনামিকা ও মধ্যমা, দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে যোগ কর। পরে বাম হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে যোগ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কচ্ছপ পৃষ্ঠের ন্যায় কর।

মূর্ত্তয়ে নমঃ। (৪) উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ। (৫) ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ। পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ। (৭) মহাদেবায় সোম মূর্ত্তয়ে নমঃ। (৮) ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। পরে এতে গন্ধপুষ্পে গৌর্য্যৈ নমঃ মন্ত্রে গৌরী পীঠ পূজা করিয়া অন্যূন আঠার বার হৌং নমঃ শিবায় মন্ত্র জপ করিবে (জপের পূর্ব্বে ও পরে প্রাণায়াম* করিতে হয়) পরে, গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তা ত্বংগৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর॥ এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে যথা :—

নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিনাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥ নমস্ত্রিশূল হস্তায় দণ্ডপাশাসি পাণয়ে। নমস্ত্রৈলোক্য নাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়। কর্পূরকুন্দধবলেন্দু জটাধরায় দারিদ্র্য দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥

বৃদ্ধা ও তর্জ্জনীদ্বারা দক্ষিণ গালে বম্ বম্ শব্দ করিবে ও করতালি দিবে। পরে মহাদেব ক্ষমস্ব বলিয়া দেবতার মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া বিসর্জ্জন করিবে ও কথা শুনিবে। শেষ প্রহরের পূজার পর দক্ষিণান্ত করিবে। দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ

---

* প্রাণায়াম্—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া, বাম নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস টানিতে টানিতে হৌং মন্ত্র বামহস্তে ১৬ বার জপ করিবে। পরে উভয় নাসিকা, অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা টিপিয়া হৌং মন্ত্র ৬৪ বার জপ করিবে। শেষে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া হৌং মন্ত্র ৩২ বার জপিতে জপিতে নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। এইরূপ তিনবার করিবে। অসমর্থে ৪, ১৬ ও ৮ বার জপ করিবে।

প্রহরের পূজা প্রথম প্রহরের পূজার ন্যায় করিতে হইবে, কেবল স্নানে ও অর্ঘ্যদানে যাহা বিশেষ আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

দ্বিতীয় প্রহরে, অঘোরায় নমঃ মন্ত্রে স্নান এবং নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ॥ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান।

তৃতীয় প্রহরে, বাসুদেবায় মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা স্নান এবং দুঃখ দারিদ্র্য শোকেন দগ্ধোহং পার্ব্বতীপ্রিয় শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং ভক্ত্যা দত্তং গৃহাণ মে। এই মন্ত্রে অর্ঘ্য।

চতুর্থপ্রহরে সদ্যোজাতায় নমঃ মন্ত্রে মধুদ্বারা স্নান এবং ময়াকৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত নমোহস্তুতে॥ এই মন্ত্রে অর্ঘ্য।

দক্ষিণান্ত।

দক্ষিণা উপস্থিত থাকিলে রজত খণ্ডায় বা তাম্র খণ্ডায় নমঃ বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া ও দক্ষিণা উপস্থিত না থাকিলে হরিতকী ফলায় নমঃ বলিয়া ঐরূপ অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণ হস্ত কোশার জলে রাখিয়া তাহার উপর উপুড় বাম হস্তের অঙ্গুলি সকল রাখিয়া দক্ষিণাবাক্য পড়িবে যথাঃ—বিষ্ণুর্ণমোহদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ শিবলোক প্রাপ্তি কামনয়া কৃতৈতৎ শিবপূজা জাগরণোপবাস কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণাং রজত খণ্ডমর্চ্চিতং, (তাম্রখণ্ডমর্চ্চিতং বা হরিতকী ফলমর্চ্চিতং) শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং মহাদেবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে বলিবে। (প্রতিনিধি হইলে দদানি বলিবে।) স্বয়ং পূজা করিলেও দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে।

পরদিন অগ্রে ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া এই মন্ত্রে পারণ করিবে—

সংসার ক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেতানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখোনাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদোভব॥

যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদের সন্তোষের জন্য সংস্কৃত কথাটীও এখানে প্রদত্ত হইল।

অথ শিবরাত্রি ব্রতকথা।

ওঁ পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্ন বিভূষিতে। দেব দানব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচারণ সেবিতে॥ অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভিরিতস্ততঃ। সর্ব্বর্ত্তু কুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তু ফলশোভিতে॥ স্থিরচ্ছায়াদ্রুমপ্রকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে। পারিজাত প্রসূনোত্থ গন্ধামোদিতদিঙ্মুখে॥ আকাশগঙ্গাসলিল তরঙ্গ গণনাদিতে। ত্রৈগুণ্য ললিতৈশ্চারু মরুদ্ভিরুপ বীজিতে॥ ব্রহ্মর্ষি বদনোদ্ভূত বেদধ্বনি সুনাদিতে। উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়াসহ। সুখোবিষ্টা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করম্?

দেব্যুবাচ।

কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি। ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ॥

শঙ্কর উবাচ।

ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী। তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা। তত্রোপবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি

স্যাং ধ্রুবম্ ॥ ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ ॥ ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নান ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃৎ ভুঞ্জীত নান্যথা ॥ মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে। রাত্রি শেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ ॥ সন্ধ্যামুপাস্য বিধিনা বিল্বপত্রানুপার্জ্জয়েৎ। ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাম্ ॥ নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরেঽপি চ। বিল্বপত্রৈর্ব্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ ॥ একতঃ সর্ব্বপুষ্পাংস্যাৎ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ ॥ মণিমুক্তা প্র ...নৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা। ন তথা জায়তে প্রীতিবিল্বপত্রৈ-র্যথা মম ॥ প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ। কুর্ব্বীত ম... দ্ধ্যৈর্গন্ধপুষ্পাদিভিস্তথা ॥ দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্নাচৈব দ্বিতীয়কং। তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা ॥ পঞ্চরাত্রি বিধানেন মূলমন্ত্রেন চৈবহি। পূজয়েন্মাং যথাশক্ত্যা নৃত্যগীতা-দিভির্নরঃ ॥ অপরেদ্যুস্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুভব্রতান্। ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্চ পারণং স্বয়মাচরেৎ ॥ এবমেতদ্‌ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্। যজ্ঞদান তপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ এতদ্‌ব্রত প্রভাবেণ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারী চ। তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু ॥

অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা ব্যাধস্তত্রাবসদ্‌ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ ॥ খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গ-কেশকঃ। বাগুরাপাশশৈলাদি প্রপূরিত গৃহান্তরঃ ॥ স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্। মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ ॥ সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রাম হেতৌ সুষ্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ ॥ অথাস্তমগমৎসূর্য্যো।

নিশা ভূতা ভয়প্রদা। তত উত্থায় সোঽপশ্যৎ ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম্॥ হস্তামর্ষবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে। লতাপাশৈর্বহুবিধৈর্মাংসভারং ববন্ধ সঃ। তমেব বৃক্ষমারোহস্থৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ॥ শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিত কলেবরঃ॥ জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা॥ দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকং। শিবরাত্রিস্তিথিঃ সা চ নিরাহারঃ স লুব্ধকঃ॥ অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমো পরি। লগ্নো তস্মা তদারোহাত্তগ্নপত্রচ্যুতিঃক্ষণাৎ॥ তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ। তিথি মাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি॥ ন স্নানং ন ... পূজা ন নৈবেদ্যাদি সম্ভবঃ। তথাপি তিথি মাহাত্ম্যাৎ তত্রমে... মহাফলা॥ অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽহসৌ নিজ মা... কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ॥ বদ্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেনচ। পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ॥ অথো তয়োর্বাধহেতোঃ কলহ সুমহানভূৎ। অথাহতো মদীয়েন দূতেন ...কিঙ্করঃ। যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বারমুজ্জলম্॥ দৃষ্টা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথৎ কথাম্। ব্যাধস্যচ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ॥ তৎ শ্রুত্বা তস্য ধর্ম্মজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্॥ এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্। পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ। শিবরাত্রি প্রভাবেণ নীতঃ সর্ব্বেশ সন্নিধিম্॥ ততোঽহসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ। দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ॥ এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি। অবোচত্তব ভাবেন কি...ং কথয়ামি তে॥ তৎশ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশশংস সদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্রতং মুদা॥ বান্ধবেভ্যোঽহপ্যকথয়ৎ ব্রত-

মৈতই পতিব্রতা ॥ তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্বাং রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ।
এবমেতৎ ব্রতং পৃথ্বাং প্রকাশমুপপাদিতম্ ॥

ভুতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো
নৈবাশ্বমেব সদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে।
গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি
নাস্মদ্ ব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥

পূজাপদ্ধতি সমাপ্ত
